প্রথম আলো

তারিখ ... 13 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ... ৫

অর্থসংকট ও আইন সংশোধনে জটিলতা

সংকটে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

শুভংকর শুভ ●

'নিজেদের আয় থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় চলবে'—এমন আইনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হলেও মাত্র পৌনে চার বছরের মাথায় এসে চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে নিজস্ব যে আয় তা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দেওয়াও সম্ভব হচ্ছে না। ফলে আইন সংশোধনের চেষ্টা চলছে। কিন্তু নিজেদের সমন্বয়হীনতা, অদক্ষতা ও দায়সারা কার্যক্রমে সে কাজটিও বারবার পিছিয়ে যাচ্ছে।

২০০৫ সালের ২০ অক্টোবর জাতীয় সংসদে আইন পাসের মধ্য দিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন প্রকল্প সারপত্র (পিপি) অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় প্রথম বছরে দুই কোটি ৮৮ লাখ টাকা, দ্বিতীয় বছরে তিন কোটি ৪৮ লাখ, তৃতীয় ও চতুর্থ বছরে চার কোটি এবং পঞ্চম বছরে চার কোটি ৬৮ লাখ টাকা হবে। এ জন্য শুরু থেকেই কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের ভর্তি ও পরীক্ষা ফি বাড়ানোসহ নানাভাবে টাকা আদায়ের চেষ্টা করেছে। এ নিয়ে ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশই কেবল নষ্ট হয়েছে, কোনো বছরই বিশ্ববিদ্যালয় তার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আয় করতে পারেনি।

অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী, সরকার ২০০৯-১০ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ছয় কোটি, ২০১০-১১ অর্থবছরে চার কোটি ও ২০১১-১২ অর্থবছরে দুই কোটি টাকা বরাদ্দ দেবে। তবে ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে সরকার আর কোনো অর্থ বরাদ্দ দেবে না। কিন্তু চলতি অর্থবছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছে এরই মধ্যে কর্তৃপক্ষ ১০ কোটি টাকা চেয়েছে। কিন্তু সেই টাকা দিয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় মেটানো সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক কর্মকর্তা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ মো. শওকত জাহাঙ্গীর *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা একটি হিসেবে দেখেছি পাঁচ বছর পর বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করতে প্রায় ৩২ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র ১০ কোটি টাকার বেশি আয় করতে পারবে না। তাই আগের আইনে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।'

কর্তৃপক্ষ জানায়, সমস্যা সমাধানে সর্বশেষ দুই মাস আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি চিঠি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় আইনের কোন কোন ধারার পরিবর্তন প্রয়োজন সেটির ব্যাখ্যা চায়। পরে প্রশাসন আইন সংশোধনের বিষয়টি এগিয়ে নিতে কোষাধ্যক্ষ মো. শওকত জাহাঙ্গীরকে প্রধান করে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। তবে এখন পর্যন্ত এই কমিটি তাঁদের কাজ শেষ করতে পারেনি।

সূত্র জানায়, কমিটির দায়িত্ব ছিল 'অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটি আইন পরিবর্তনের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া। কিন্তু কমিটি শুরুতে পুরো আইনটিকে বদলানোর জন্য একটা খসড়া করে ফলে মন্ত্রণালয় তা ফেরত পাঠায়। পরে এ মাসের শুরুতে উপাচার্য কমিটিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কয়েকটি আইন সংশোধনের জন্য খসড়া তৈরির নির্দেশ দেন। এখন সে অনুযায়ী কাজ চলছে।

এর আগে ২০০৭ সালের শেষের দিকে সাবেক উপাচার্য সিরাজুল ইসলাম খান বিশ্ববিদ্যালয়ের গণসংযোগ কর্মকর্তাকে আইন সংশোধনের বিষয়ে করণীয় ঠিক করতে বলেন। পরে ওই কর্মকর্তা আইন সংশোধন বিষয়ে একটি চিঠি লিখে উপাচার্যকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর পরামর্শ দেন। এ ক্ষেত্রে উপাচার্য আইন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ থাকলেও তিনি তা নেননি। গত বছরের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে উপাচার্য নিজে স্বাক্ষর করে তা মন্ত্রণালয়ে পাঠান। কিন্তু সিন্ডিকেটে অনুমোদন না করে পাঠানোয় তা যথাযথ প্রক্রিয়ায় হয়নি—এই অভিযোগে মন্ত্রণালয় থেকে তা ফেরত আসে।

পরে আরেক সাবেক উপাচার্য আবু হোসেন সিদ্দিক গত বছরের ২৬ নভেম্বর ২০তম সিন্ডিকেটে তা অনুমোদনের পর পুনরায় মন্ত্রণালয়ে পাঠান। এ সময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৫-এর ২৭(৪)সহ ৩৬(৩), ৩৬(৪) ও প্রথম সংবিধির বিধি ১৩ সংশোধনের জন্য চিঠি পাঠানো হয়। চলতি বছরের ২৫ জানুয়ারি এ বিষয়ে একটি আন্তমন্ত্রণালয়ের বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয়বারের চিঠিতেও পরিবর্তিত আইনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কী পরিবর্তন চায় তা পরিষ্কার না থাকায় অসম্পূর্ণ আবেদনটি আবার ফেরত আসে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রবীণ এক শিক্ষক বলেন, সরকারের ওপর মহলের সবুজ সংকেত পাওয়ার পরও বিগত প্রশাসনের অদক্ষতার জন্য আইন সংশোধন বারবার পিছিয়ে যাচ্ছে। আগের প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিলেও গুরুত্বের সঙ্গে কাজটি করেনি।

এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে উপাচার্য মেসবাহউদ্দিন আহমেদ অতীতের কমিটির কাজ নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। বর্তমান কমিটির অদক্ষতা বিষয়টি অস্বীকার করে তিনি বলেন, আইন সংশোধনে ধরনের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আছে। চিন্তাভাবনা ও যাচাই-বাছাই করে এগোনোর চেষ্টা চলছে। কমিটির কাজ প্রায় শেষ। ১৪ জুলাই সিন্ডিকেট অনুমোদনের পর আইন সংশোধনের সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো সম্ভব হবে বলে মত দেন তিনি।